দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

১. পটভূমি:

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি তাদের ইমারজেন্সী প্রোগ্রামের আওতায় ২০০১ সালে যশোর জেলায় অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু করে। পরবর্তীতে যশোর জেলার অভিজ্ঞতা ইতিবাচক হওয়ায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচিকে তাদের নিয়মিত কান্ট্রি প্রোগ্রামের অন্তর্ভূক্ত করে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি'র তত্ত্বাবধানে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পরামর্শক দ্বারা সম্পাদিত সমীক্ষা পর্যালোচনায় দেখা গেছে যেসকল উপজেলাতে ফিডিং কর্মসুচি চালু ছিল, সেসকল উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থী ভর্তির হার, উপস্থিতির হার, প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনীর হার, নন ফিডিং উপজেলার তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বেশী ছিল। এ ছাড়া ফিডিং উপজেলায় ড্রপ আউটের হারও নন ফিডিং উপজেলার তুলনায় কম ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষাকে সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ হিসেবে বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি পরিচালিত সমীক্ষা বিবেচনায় নিয়ে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রথমবারের মত অপেক্ষাকৃত দারিদ্র পীড়িত উপজেলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্কুল ফিডিং প্রকল্প গ্রহণ করে এবং জুলাই ২০১০ সাল থেকে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এ প্রকল্পে একদিকে যেমন কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে, অন্যদিকে তেমনি একই প্রকল্পের অধীনে নিজস্ব অর্থায়নে ফিডিং কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করে চলেছে।

প্রকল্পের শুরু থেকেই বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী অংশে বাস্তবায়িত হলেও সরকারি অংশে নভেম্বর ২০১১ সালে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলায় ৫৬,৬৩৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ৩য় সংশোধনীর জন্য২০ জুন ২০১৭ তারিখে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে ৩য় সংশোধনী অনুমোদনের অফিস আদেশ প্রদান করা হয়। ৩য় সংশোধনী অনুমোদিত হওয়ায় দেশের দারিদ্র প্রবণ ১০৪টি (জিওবি অংশে ৮২ ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী'র অংশে ২২টি) উপজেলায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২. প্রকল্পের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য:

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র শিশুদের ভর্তি হার বৃদ্ধিকরণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ
- প্রাথমিক শিক্ষা চক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধিকরণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা
- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন

৩. প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়ের ধরণ:

- প্রকল্পভূক্ত উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নতুন জাতীয়করণসহ);
- প্রকল্প এলাকার ১৫০০ বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ও চালুকৃত বিদ্যালয়;
- প্রকল্পভূক্ত শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়;
- প্রকল্প এলাকার স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসায়;

৪. উপজেলা প্রকল্পভুক্তকরণের বৈশিষ্ট্য:

বিশ্ব ব্যাংক, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী ও বাংলাদেশ ব্যুরো স্টাটিসটিক্স কর্তৃক যৌথভাবে প্রণীত দারিদ্র মানচিত্র (Poverty Map) অনুযায়ী দারিদ্র প্রবণ উপজেলাসমূহ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫. দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্পটি জুলাই ২০১০ সাল হতে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান আছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি ৩বারের জন্য সংশোধন করা হয়েছে। প্রতিটি সংশোধনে সরকারী অংশে প্রকল্পের কর্মএলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে। সংশোধনীর বিবরণ নিম্নরুপ:

ক. **মূল ডিপিপি:**

- **প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট:** ১১৪২৭৯.৯১(**জিওবি:** ৫৯৭৭০.৫৭, **প্রকল্প সাহায্য:** ৫৪৫০৯.৩৪)
- **মেয়াদ:** জুলাই ২০১০-জুন ২০১৪
- **কর্মএলাকা: মোট:** ৮৬ উপজেলা (**জিওবি:**৩৪ উপজেলা, **ডব্লিউএফপি:** ৫২ উপজেলা)
- **শিক্ষার্থীর সংখ্যা:মোট:** ২৬.২৮ লক্ষ (**জিওবি:** ১২.৪৮ লক্ষ, **ডব্লিউএফপি:** ১৩.৮০ লক্ষ)

খ. **১ম সংশোধিত ডিপিপি:**

- **প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট: ১৫৭৭৯৩.১১ (জিওবি:** ৮৭৫৭৪.৫০, **প্রকল্প সাহায্য:** ৭০২১৮.৬১)
- **মেয়াদ:** জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর ২০১৪
- **কর্মএলাকা: মোট:** ৭২ উপজেলা (**জিওবি:** ৪২ উপজেলা, **ডব্লিউএফপি:** ৩০ উপজেলা)
- **শিক্ষার্থীর সংখ্যা: মোট:** ২৬.৪০ লক্ষ (**জিওবি:** ১৮.৩০ লক্ষ, **ডব্লিউএফপি:** ৮.০৫ লক্ষ)

গ. **২য় সংশোধিত ডিপিপি:**

- **প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট:** ৩১৪৫৫২.২০ (**জিওবি:** ২১৪৫৯৯.৬৫, **প্রকল্প সাহায্য:** ৯৯৯৫২.৫৫)
- **মেয়াদ:** জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭
- **কর্মএলাকা: মোট:** ৯৩ উপজেলা [**জিওবি:** ৭২ উপজেলা, **ডব্লিউএফপি:** ২১ উপজেলা (কপি সংযুক্ত)]
- **শিক্ষার্থীর সংখ্যা: মোট:** ৩৩.৯৪ লক্ষ (**জিওবি:** ২৮.৫১ লক্ষ, **ডব্লিউএফপি:** ৫.৪৩ লক্ষ)

ঘ. **৩য় সংশোধিত ডিপিপি:**

২০১৭ সনের ০১ জুলাই হতে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর অংশে ২২ টি উপজেলা এবং জিওবি অংশে ৮২টি উপজেলার সংস্থানের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০১৮ সনের ০১ জানুয়ারি বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী অংশের ৩টি উপজেলা জিওবি অংশে হস্তান্তরিত হবে ফলে, জিওবি অংশে মোট উপজেলার সংখ্যা হবে ৮৫টি এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর অংশে ১৯টি। ২০১৮ সনের ০১ জুলাই থেকে আরো ৯টি উপজেলা জিওবি অংশে হস্তান্তরিত হবে। সেক্ষেত্রে ২০১৮ সনের ০১ জুলাই থেকে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর অংশে ১০ টি উপজেলা এবং জিওবি অংশে ৯৪টি উপজেলার সংস্থান রাখা হয়েছে।

- **প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট: ৪৯৯১৯৭.২৯ (জিওবি: ৩৭৩৭০৬.৮২, প্রকল্প সাহায্য: ১২৫৪৯০.৪৭)**
- **মেয়াদ: জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর ২০২০**
- **প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয় ও সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী সংখ্যার বিস্তারিত বিবরণ :**

প্রকল্পভূক্ত এলাকার সুবিধাভোগী মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মোট: ৩১.৬২ লক্ষ (জিওবি: ২৬.৭১ লক্ষ, ডব্লিউএফপি: ৪.৯১ লক্ষ) এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট: ১৫,৭৮৮টি (জিওবি: ১২,৩৫৬ ও ডব্লিউএফপি: ৩,৪৩২)

০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত কর্ম-এলাকা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবরণ:

- কর্মএলাকা: মোট: ১০৪ উপজেলা (জিওবি: ৮২ উপজেলা, ডব্লিউএফপি: ২২ উপজেলা)
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা: মোট: ৩১.৬২ লক্ষ (জিওবি: ২৬.৭১ লক্ষ, ডব্লিউএফপি: ৪.৯১ লক্ষ)
- বিদ্যালয় সংখ্যা: মোট: ১৫,৭৮৮টি (জিওবি: ১২,৩৫৬ ও ডব্লিউএফপি: ৩,৪৩২)

০১ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত কর্ম-এলাকা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবরণ:

- কর্মএলাকা: মোট: ১০৪ উপজেলা (জিওবি: ৮৫ উপজেলা, ডব্লিউএফপি: ২৯ উপজেলা)
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা: মোট: ৩১.৪২ লক্ষ (জিওবি: ২৮.২৩ লক্ষ, ডব্লিউএফপি: ৩.১৯ লক্ষ)
- বিদ্যালয় সংখ্যা: মোট: ১৫,২৯৬টি (জিওবি: ১২,৯৫২ ও ডব্লিউএফপি: ২,৩৪৪)

০১ জুলাই ২০১৮ হতে প্রকল্প মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত কর্ম-এলাকা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবরণ:

- কর্মএলাকা: মোট: ১০৪ উপজেলা (জিওবি: ৯৪ উপজেলা, ডব্লিউএফপি: ১০ উপজেলা)
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা: মোট: ৩২.৩১ লক্ষ (জিওবি: ৩০.১৫ লক্ষ, ডব্লিউএফপি: ২.১৬ লক্ষ)
- বিদ্যালয় সংখ্যা: মোট: ১৫,২৮৯টি (জিওবি: ১৩,৪৮২ ও ডব্লিউএফপি: ১,৮০৭)

* বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী অংশে পরিচালিত উপজেলাসমূহে (ক) প্রকল্পভূক্ত উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নতুন জাতীয়করণসহ); (খ) প্রকল্প এলাকার ১৫০০ বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ও চালুকৃত বিদ্যালয়; (গ) প্রকল্পভূক্ত শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়; এবং (ঘ) প্রকল্প এলাকার স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার পাশাপাশি এনজিও স্কুলেও বিস্কুট সরবরাহ করে থাকে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী হতে জিওবি অংশে হস্তান্তরকৃত ১২টি উপজেলায় এনজিও স্কুল-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এজন্য বিদ্যালয় সংখ্যা কিছুটা কমেছে।

৬. অর্থের উৎস

বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)

৭. প্রকল্পভূক্ত উপজেলার বিবরণ

দেশের ৩৫টি জেলার দারিদ্র পীড়িত ১০৪টি উপজেলায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে (জিওবি অংশে ৮২টি উপজেলা এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি'র অর্থায়নে ২২টি উপজেলা)।

৮. প্রকল্পভুক্ত এলাকা:

ক) সরকারি অর্থায়নে: ৮৫ উপজেলা

ক্র: নং	উপজেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	জেলার নাম	বিভাগ
০১.	হালুয়াঘাট, গৌরীপুর ও ফুলবাড়ীয়া	০৩	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ
০২.	ধোবাউড়া, ফুলপুর,তারাকান্দা, ঈশ্বরগঞ্জ ও নান্দাইল	০৫		
০৩.	**নকলা ও ঝিনাইগাতী** (৩য় সংশোধনে নতুন অর্ন্তভুক্ত)	০২	শেরপুর	
০৪.	দেওয়ানগঞ্জ ও মাদারগঞ্জ	০২	জামালপুর	
০৫.	কলমাকান্দা	০১	নেত্রকোনা	
০৬.	চরভদ্রাসন	০১	ফরিদপুর	ঢাকা
০৭.	টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া ও কাশিয়ানী	০৩	গোপালগঞ্জ	
০৮.	**কালুখালী** (৩য় সংশোধনে নতুন অর্ন্তভুক্ত)	০১	রাজবাড়ী	
০৯.	**গোসাইরহাট** (৩য় সংশোধনে নতুন অর্ন্তভুক্ত)	০১	শরীয়তপুর	
১০.	পোরশা	০১	নওগাঁ	রাজশাহী
১১.	বেড়া	০১	পাবনা	
১২.	চৌহালি	০১	সিরাজগঞ্জ	
১৩.	থানছি	০১	বান্দরবন	চট্টগ্রাম

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	জেলার নাম	বিভাগ
১৪.	রামগতি, **সদর** (৩য় সংশোধনে নতুন অর্ন্তভুক্ত)	০২	লক্ষীপুর	
১৫.	**হাইমচর** (৩য় সংশোধনে নতুন অর্ন্তভুক্ত)	০১	চাঁদপুর	
১৬.	কালীগঞ্জ, শ্যামনগর, তালা, কলারোয়া ও আশাশুনি	০৫	সাতক্ষীরা	
১৭.	বটিয়াঘাটা ও দাকোপ	০২	খুলনা	
১৮.	শরণখোলা, মোড়লগঞ্জ ও ফকিরহাট	০৩	বাগেরহাট	খুলনা
১৯.	সদর, চৌগাছা ও **ঝিকরগাছা**	০৩	যশোর	
২০.	লোহাগড়া	০১	নড়াইল	
২১.	সদর, হিজলা ও **মুলাদি** (৩য় সংশোধনে নতুন অর্ন্তভুক্ত)	০৩	বরিশাল	
২২.	মেহেন্দীগঞ্জ ও বাকেরগঞ্জ	০২		
২৩.	আমতলী, তালতলী ও পাথরঘাটা	০৩	বরগুণা	বরিশাল
২৪.	কলাপাড়া, গলাচিপা, রাঙ্গাবালী ও **দশমিনা**	০৪	পটুয়াখালী	
২৫.	চরফ্যাশন ও মনপুরা	০২	ভোলা	
২৬.	**মঠবাড়িয়া** (৩য় সংশোধনে নতুন অর্ন্তভুক্ত)	০১	পিরোজপুর	
২৭.	সদর, ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ	০৫	নীলফামারী	
২৮.	রাজারহাট, সদর, উলিপুর, ভুরুঙ্গামারী, চিলমারী, ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী, রাজিবপুর ও রৌমারি	০৯	কুড়িগ্রাম	
২৯.	কাউনিয়া, গঙ্গাচড়া ও বদরগঞ্জ	০৩	রংপুর	
৩০.	তারাগঞ্জ	০১		রংপুর
৩১.	**সদর** (৩য় সংশোধনে নতুন অর্ন্তভুক্ত), গোবিন্দগঞ্জ, সাঘাটা,সুন্দরগঞ্জ ও ফুলছড়ি	০৫	গাইবান্ধা	
৩২.	পাটগ্রাম ও হাতিবান্ধা	০২	লালমনিরহাট	
৩৩.	পার্বতীপুর, **ফুলবাড়ী** (৩য় সংশোধনে নতুন অর্ন্তভুক্ত)	০২	দিনাজপুর	
৩৪.	লাখাই	০১	হবিগঞ্জ	
৩৫.	**গোয়াইনঘাট** (৩য় সংশোধনে নতুন অর্ন্তভুক্ত)	০১	সিলেট	সিলেট
৩৬.	ধর্মপাশা	০১	সুনামগঞ্জ	
মোট =		**৮৫**	**৩৩**	**০৮**

খ) বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি'র অর্থায়নেঃ ১৯ উপজেলা

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	উপজেলা/থানার সংখ্যা	জেলার নাম	বিভাগ
০১.	ডেমরা, ধানমন্ডি, গুলশান, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, মতিঝিল ও তেজগাঁও	০৭	ঢাকা	ঢাকা
০২.	ইসলামপুর	০১	জামালপুর	
০৩.	আলীকদম, লামা, রুমা, নাইক্ষ্যাংছড়ি ও রোয়াংছড়ি	০৫	বান্দরবন	চট্টগ্রাম
০৪.	টেকনাফ, উখিয়া, পেকুয়া, কুতুবদিয়া ও মহেশখালি	০৫	কক্সবাজার	
০৫.	বামনা	০১	বরগুণা	বরিশাল
মোট =		**১৯**	**০৫**	**০৩**

গ. একনজরে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত নতুন ১১টি উপজেলার বিবরণঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলার ক্রঃ নং	উপজেলার নাম
সিলেট	সিলেট	১	গোয়াইনঘাট
ময়মনসিংহ	শেরপুর	২	ঝিনাইগাতী
		৩	নকলা
ঢাকা	রাজবাড়ী	৪	কালুখালী
	শরীয়তপুর	৫	গোসাইরহাট
বরিশাল	বরিশাল	৬	মুলাদী
	পিরোজপুর	৭	মঠবাড়ীয়া
চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	৮	হাইমচর
	লক্ষীপুর	৯	সদর
রংপুর	দিনাজপুর	১০	ফুলবাড়ী
	গাইবান্ধা	১১	সদর

ঘ) জুলাই ২০১৮হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত৮টি বিভাগের ৮টি উপজেলায় "জাতীয় স্কুল ফিডিং নীতি" (অনুমোদনের অপেক্ষাধীন) অনুযায়ী ভিন্নতর স্কুল ফিডিং-এর পাইলট উদ্যোগ গ্রহণ করাহবে:

বিভাগ	জেলা	উপজেলার ক্রঃ নং	উপজেলার নাম
সিলেট	হবিগঞ্জ	১	লাখাই
ময়মনসিংহ	জামালপুর	২	ইসলামপুর
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	৩	টুঙ্গীপাড়া
রাজশাহী	পাবনা	৪	বেড়া
চট্টগ্রাম	লক্ষ্মীপুর	৫	সদর
খুলনা	যশোর	৬	ঝিকরগাছা
বরিশাল	পিরোজপুর	৭	মঠবাড়ীয়া
রংপুর	দিনাজপুর	৮	ফুলবাড়ী

ঙ) জুলাই ২০১৯ হতে প্রকল্প মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ৮টি বিভাগের ১৬টি উপজেলায় "জাতীয় স্কুল ফিডিং নীতি" (অনুমোদনের অপেক্ষাধীন) অনুযায়ী ভিন্নতর স্কুল ফিডিং-এর পাইলট উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে:

বিভাগ	জেলা	উপজেলার ক্রঃ নং	উপজেলার নাম
সিলেট	হবিগঞ্জ	১	লাখাই
	সুনামগঞ্জ	২	ধর্মপাশা
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	৩	ধুবাউড়া
	জামালপুর	৪	ইসলামপুর
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	৫	টুঙ্গীপাড়া
	রাজবাড়ী	৬	কালুখালী
রাজশাহী	নওগাঁ	৭	পোরসা
	পাবনা	৮	বেড়া
চট্টগ্রাম	লক্ষ্মীপুর	৯	সদর
	চাঁদপুর	১০	হাইমচর
খুলনা	খুলনা	১১	বটিয়াঘাটা
	যশোর	১২	ঝিকরগাছা
বরিশাল	বরগুণা	১৩	বামনা
	পিরোজপুর	১৪	মঠবাড়ীয়া
রংপুর	লালমনিরহাট	১৫	হাতিবান্ধা
	দিনাজপুর	১৬	ফুলবাড়ী

৯. প্রকল্পে কর্মরত জনবল

প্রকল্প পরিচালক-১ জন, উপ-প্রকল্প পরিচালক-১ জন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক-৫ জন এবং ১৫ জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। এছাড়াও প্রকল্প কার্যক্রমে সরাসরি সহযোগিতার জন্য প্রকল্প লিয়াজোঁ ইউনিটে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি'র ৪ জন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন।

১০. স্কুল ফিডিং প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা:

ক.প্রকল্প স্কুল ফিডিং কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্পভূক্ত উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নতুন জাতীয়করণসহ), শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসায় এবং এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রত্যেক শিক্ষার্থীদেরকে দৈনন্দিন উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রতি স্কুল দিবসে ৭৫ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট এক প্যাকেট করে উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। বিস্কুটের একঘেয়েমি দুর করার জন্য এক মাস অন্তর অন্তর ভ্যানিলা ফ্লেভার ও স্কিম্ড মিল্কসমৃদ্ধ উচ্চ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট বিদ্যালয় পর্যায়ে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর অর্থায়নে পরিচালিত সর্বমোট ১০১টি বিদ্যালয়ের ১৬,৩৭৭ জন শিক্ষার্থীর মাঝেপাইলট ভিত্তিতে রান্না করা খাবার (মিড ডে মিল) পরিবেশন করা হচ্ছে (বরগুনা জেলাধীন বামনা উপজেলার সকল ইউনিয়নের৬৫টি বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০,৪২৭ জনএবং জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার দুটি ইউনিয়নের ৩৬টি বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫,৯৫০ জন)।

খ. প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিতঅগ্রগতির বিবরণ (৩য় সংশোধনি অনুয়ায়ী):

বিবরণ	পরিমাণ লক্ষ টাকায়		
	জিওবি	ডিপিএ	মোট
মোট বরাদ্দ (৩য় সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)	৩৭৩৭০৬.৮২	১২৫৪৯০.৪৭	৪৯৯১৯৭.২৯
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (৩১ জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত)	১৭৯৯৩৪.৪৪	১০৫৩৭৭.৩৪	২৮৫৩১১.৭৮
অব্যয়িত অর্থ	১৯৩৭৭২.৩৮	২০১১৩.১৩	২১৩৮৮৫.৫১
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের শতকরা হার	৪৮.১৪%	৮৩.৯২%	৫৭.১৫%

** চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক অগ্রগতি ৫৯.৬৩% (জানুয়ারি২০১৮ পর্যন্ত)।*

গ. বছর ভিত্তিক প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (লক্ষ টাকায়):

অর্থবছর	বরাদ্দ			ব্যয়			
	জিওবি	ডিপিএ	মোট	জিওবি	ডিপিএ	মোট	ব্যয়ের শতকরা হার
২০১০-১১	৫০.০০	৯০৪০.০০	৯০৯০.০০	৬.৮৬	৮৮৯০.০০	৮৮৯৬.৮৬	৯৭.৮৮%
২০১১-১২	১০৪০০.০০	১৩৫৫০.০০	২৩৯৫০.০০	৯৮৭৬.৫৫	১৩৫৫০.০০	২৩৪২৬.৫৫	৯৭.৮১%
২০১২-১৩	২২৯০০.০০	২০১০০.০০	৪৩০০০.০০	২২৮৭৩.৮৬	২০০৯৯.১৭	৪২৯৭৩.০৩	৯৯.৯৪%
২০১৩-১৪	২৮০০০.০০	১৮৩০০.০০	৪৬৩০০.০০	২৭৯৬৫.৬৪	১৮২৯৯.২৭	৪৬২৬৪.৯১	৯৯.৯২%
২০১৪-১৫	২৭০০০.০০	১৪৮৮০.০০	৪১৮৮০.০০	২৬৯০১.৬০	১৪৮৭৮.৩২	৪১৭৭৯.৯২	৯৯.৭৬%
২০১৫-১৬	৩৬১৬৬.০০	১২০০০.০০	৪৮১৬৬.০০	৩৬০৭২.৬৫	১১৯৯৮.৫৭	৪৮০৭১.২২	৯৯.৮০%
২০১৬-১৭	৪১৮৩০.০০	১২১৮০.০০	৫৪০১০.০০	৩৬২৯৬.১৬	১২১৭০.৬৩	৪৮৪৬৬.৯৭	৮৯.৭৪%
২০১৭-১৮	৩৯০০০.০০	৯৪১৮০.০০	৪৮৪১৮.০০	২৮৩৯২.৬৮	৭৯৯০.১৫	৩৬৩৮২.৮৩	৭৫.১৪% (এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত)

১১. প্রকল্প প্রদত্ত সুবিধাসমূহ:

- স্কুল ফিডিং কর্মসূচি'র আওতায় প্রকল্পভূক্ত উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নতুন জাতীয়করণসহ), শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসায়এবং এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরতপ্রত্যেক শিক্ষার্থীদেরকে দৈনন্দিন উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রতি স্কুল দিবসে ৭৫ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট এক প্যাকেট করে উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ করা হয়।
- প্রকল্পভূক্ত উপজেলাসমূহে অত্যাবশ্যকীয় শিখন প্যাকেজের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এসএমসি এবং কমিউনিটিকে নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা হয়:

  ক) শিক্ষার্থীদেরকে বছরে দু'বার কৃমি নাশক ট্যাবলেট সেবন;
  খ) এসএমসিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং ভূমিকাকে উৎসাহিতকরণ;
  গ) স্বাস্থ্য,পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পয়ঃনিস্কাশন বিষয়ক শিক্ষা;
  ঘ) বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সব্জি বাগান সৃজনে শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিতকরণ;
  ঙ) স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি/কমিউনিটিকে এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সচেতন করণ;
  চ) দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

- প্রকল্পভূক্ত উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৪র্থ এবং ৫ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্মসমূহ আন্তর্জাতিকভাবে বিবেচনার জন্য বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি'র প্রধান কার্যালয় রোম এ প্রেরণ করা হয়।

১২. পুষ্টিমান-সমৃদ্ধ বিস্কুট সম্পর্কিত তথ্যাদি

স্কুল ফিডিং কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্পভূক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরতপ্রত্যেক শিক্ষার্থীদেরকে দৈনন্দিন উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রতি স্কুল দিবসে এক প্যাকেট করে উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন ৭৫ গ্রাম পরিমাণ বিস্কুট পাবে। বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী একজন শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন যে খাদ্যের প্রয়োজন তার ৬৬% চাহিদা এ বিস্কুটের মাধ্যমে পূরণ হবে। প্রতিটি প্যাকেটে ১০/১১টি করে বিস্কুট থাকে।

১৩. বিস্কুটে যে সকল উপাদান বিদ্যমান

স্কুল ফিডিং কর্মসূচি'র আওতায় বিতরণকৃত বিস্কুটে যে সকল উপাদান বিদ্যমান সেগুলো নিম্নরূপ:

- গমের ময়দা - ৬৯%
- চিনি - ১২%
- উদ্ভিদ ফ্যাট/ভেজিটেবল ফ্যাট - ১৩%
- সয়া ময়দা - ৬%

এছাড়াও এতে রয়েছে প্রয়োজনীয় ১৫ ধরণের অণুপুষ্টি (ভিটামিন ও মিনারেল) উপাদান রয়েছে যেমন: আয়োডিনযুক্ত লবণ, লৌহ, বেকিং সোডা। এ বিস্কুটের পুষ্টিমান (প্রতি ১০০ গ্রামে)

- শক্তিগুণ - ৪৫০ কিলোক্যালোরী
- প্রোটিন - ১০-১৫ গ্রাম
- আদ্রতা - ৪.৫%
- ফ্যাট - ১৫ গ্রাম
- ক্যালসিয়াম ২৫০ মিলি গ্রাম
- ম্যাগনেসিয়াম - ১৫০ মিলি গ্রাম

১৪. বিস্কুটের মেয়াদ

এ বিস্কুটের মেয়াদ থাকবে তৈরীর তারিখ থেকে ছয় মাস। প্যাকেটজাত কার্টুনের উপর সুস্পষ্টভাবে তৈরী ও মেয়াদ উর্ত্তীণের তারিখ উল্লেখ থাকবে।

১৫. বিস্কুট খাবার নিয়মাবলী

- প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে উপস্থিতির ভিত্তিতে দৈনিক ৭৫ গ্রাম উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুটের একটি প্যাকেট বিতরণ করতে হবে।
- স্কুল শুরুর সাথে সাথে অর্থাৎ প্রথম পিরিয়ডে শ্রেণী শিক্ষক প্রতিটি শ্রেণীতে বিস্কুট বিতরণ নিশ্চিত করবেন।
- বিস্কুট গ্রহণের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্যই তাদের হাত ভাল করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিবে।
- একসাথে প্যাকেটের সব বিস্কুট খাওয়া যাবে না। প্রতি ক্লাশ সময়ে ২/৩ টা করে বিস্কুট শিক্ষার্থীরা খাবে। সাথে সাথে বিশুদ্ধ পানি পান করবে ।
- সরবরাহকৃত বিস্কুট কোন শিক্ষার্থী বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না, কিংবা ভাগাভাগি করেও খেতে পারবে না।
- বিস্কুট খাওয়ার পর খালি প্যাকেট যথাস্থানে ফেলতে হবে। এজন্য শ্রেণীকক্ষের কোন নির্দিষ্ট স্থানে খালি প্যাকেট ফেলার জন্য একটি বাস্কেট রাখতে হবে।
- প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকমন্ডলীর সহায়তায় পুরো বিষয়টি তত্ত্বাবধান করবেন।
- এসএমসি'র সদস্যবৃন্দও সরকারের এ কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেন।

১৬. বিস্কুট যে প্রক্রিয়ায় বিদ্যালয়ে পৌঁছাবে

- বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে নির্বাচিত বিস্কুট ফ্যাক্টরীসমূহ তাদের নিজস্ব ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গুণগত মান সম্পন্ন বিস্কুট উৎপাদন নিশ্চিত করে।
- ফ্যাক্টরী কর্তৃক উৎপাদিত বিস্কুটের মান তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত Quality Control Agency দ্বারা যাচাই করা হয়।
- চুড়ান্তভাবে সায়েন্স ল্যাবরেটরীতে (BCSIR) উৎপাদিত বিস্কুটের কেমিক্যাল ও মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টেস্ট সম্পন্ন করা হয়।
- সায়েন্স ল্যাবরেটরী (BCSIR) কর্তৃক উৎপাদিত বিস্কুটের টেস্ট রিপোর্ট যথাযথ বলে বিবেচিত হলে নির্বাচিত বিস্কুট ফ্যাক্টরী প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিস্কুট পাক্ষিক/মাসিক ভিত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত এনজিও-এর ওয়্যারহাউজে প্রেরণ করে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত এনজিও প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাক্ষিক/মাসিক ভিত্তিতে বিস্কুট সরবরাহ নিশ্চিত করে।
- বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরক্ষিত এবং নিরাপদ স্থানে প্রাপ্ত বিস্কুটের সংরক্ষণ নিশ্চিত করবেন।

১৭. বিস্কুট বিতরণ ও গ্রহণ সম্পর্কিত

- বিস্কুট ফ্যাক্টরীর নিকট থেকে বিস্কুট প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত এনজিও এর সংশ্লিষ্ট কমকর্তা লিখিত ভাবে প্রাপ্তি স্বীকার করবেন এবং মাসিক বিস্কুট প্রাপ্তির প্রতিবেদন প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ করে উহার অনুলিপি উপজেলা শিক্ষা অফিস এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে প্রদান করবেন।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত এনজিও এর নিকট থেকে বিস্কুট বুঝে পাওয়ার পর প্রধান শিক্ষক নির্ধারিত ছকে প্রাপ্তি স্বীকার করবেন এবং এটির একটি কপি বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করবেন।
- বিস্কুট বিতরণের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রেণী শিক্ষক প্রতিদিন নির্ধারিত **দৈনন্দিন উপস্থিতি কার্ড** শিক্ষার্থী হাজিরার ভিত্তিতে পূরণ করে প্রতি দিনের তথ্য প্রধান শিক্ষককে জানাবেন।
- প্রধান শিক্ষক দৈনন্দিন উপস্থিতি কার্ডের ভিত্তিতে বিস্কুটের মওজুদ রেজিষ্টার প্রতি দিন হালনাগাদ করবেন এবং মাস শেষে নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন (Monthly Utilization Report) প্রস্তুত করে দায়িত্বপ্রাপ্ত এনজিও প্রতিনিধি'র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করবেন।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত এনজিও নির্ধারিত ছকে উপজেলা ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রনয়ণ করে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণ করবেন এবং প্রতিবেদনটি প্রতি ০৫ তারিখের মধ্যে প্রকল্প অফিসে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত এনজিও বিস্কুট গ্রহণ ও বিতরণের পৃথক আরেকটি প্রতিবেদন ছক পূরণ করে প্রকল্প কার্যালয়ে প্রতি ০৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।
- প্রতিবেদন প্রণয়ন/সংগ্রহ/প্রেরণ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত এনজিও প্রতিনিধিগণ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।

১৮. প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়নঃ

প্রকল্প পর্যায়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করাসহ ইতোপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি এবং ইআরডি'র সাথে যৌথ মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে। স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) নির্বাচন, বিস্কুট ফ্যাক্টরী নির্বাচন, বিস্কুটের মান যাচাই করার জন্য Quality Control Agency নির্বাচন, মনিটরিং, প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কাজে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়াও নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম নিম্নোক্তভাবে হয়ে থাকে:

- অধিদপ্তর/প্রকল্প অফিস/বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি যৌথভাবে পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করে থাকে।
- প্রকল্প অফিস পৃথকভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করে।
- ডব্লিউএফপি পৃথকভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করে।
- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করেন।
- সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করেন।
- সংশ্লিষ্ট এনজিও'র ফিল্ড মনিটর কর্তৃক প্রকল্প এলাকার প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিমাসে দুইবার নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হয়।
- প্রকল্প এলাকায় নিয়োজিত প্রতিটি এনজিও প্রতিমাসে মনিটরিং প্রতিবেদন প্রকল্প কার্যালয়/বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/উপজেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করে থাকে।

- বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় প্রতি বছর পূর্ববর্তী বছরের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও চলমান বছরের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে প্রোগ্রাম রিভিউ ওয়ার্কশপ করা হয়।
- ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকল্প কার্যক্রমে মনিটরিং প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।
- প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্প এলাকার বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক/এসএমসি সদস্য/স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়।
- এছাড়াও প্রকল্প কার্যালয় থেকে নিয়মিতভাবে সরাসরি প্রধান শিক্ষকবৃন্দের সাথে টেলিফোনে কথা বলেও প্রকল্প কার্যক্রম মনিটর করা হয়।

১৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গৃহীত অর্জন:

- শিক্ষার্থী ভর্তি শতভাগ নিশ্চিত হয়েছে।
- উপস্থিতির হার পূর্বের তুলনায় গড়ে ৫% থেকে ১৩% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের শারীরিক অবস্থার অনুকূল পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়েছে।
- শিক্ষার গুণগত মানে অনুকূল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।
- ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে আইএমইডি'র নিবিড় পরিবীক্ষন (In-depth Monitoring) প্রতিবেদনে সারাদেশে পর্যায়ক্রমিকভাবে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।
- শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে বাংলাদেশের শিশুরা আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছে।

২০. প্রকল্প বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতাসমূহ:

- যদিও উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের বিস্কুট প্রকল্প এলাকার শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করা হয় তবুও দীর্ঘমেয়াদে এটি একঘেয়ে
- অনেক বিদ্যালয়ে বিস্কুট সংরক্ষণের জন্য ভৌত অবকাঠামো সুবিধার অপর্যাপ্ততা/অপ্রতুলতা রয়েছে।
- কিছু কিছু বিদ্যালয়ে বিস্কুট রাখার নিরপত্তার অভাব পরিলক্ষিত হয়।
- কিছু কিছু বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানির অপর্যাপ্ততা রয়েছে।

২১. চ্যালেঞ্জসমূহ:

- আর্থিক সম্পদ থাকলেও প্রকল্পের আওতাধীন বিদ্যালয়সমূহে রান্না করা খাবার সরবরাহ করার ক্ষেত্রে প্রদেয় খাদ্যের নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান নিশ্চিত করা;
- দারিদ্র প্রবণ উপজেলাসমূহকে অগ্রাধিকার দিয়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি'র সম্প্রসারণ;
- স্কুল ফিডিং কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকরণের জন্য "জাতীয় স্কুল ফিডিং নীতিমালা" প্রণয়ন;
- স্থানীয় পর্যায়ে সব্জি উৎপাদন ও বিদ্যালয় পর্যায়ে সরবরাহের মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ;
- স্কুল ফিডিং কার্যক্রমকে সার্বজনীন করা;
- সারাদেশে এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিস্কুট/খাদ্য সরবরাহের জোর দাবী থাকলেও সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে সকল শিক্ষার্থীকে প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছেনা;